বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

২০ জুন ২০০৪

সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত লোকের জন্য বাসস্হান এমন একটি জায়গা যেখান থেকে তারা জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য নেয় বেপরোয়া পদক্ষেপ। এছাড়াও বাসস্হান একটি জায়গা অনেকেই এর পুনঃদর্শনের ব্যাপারে নিরাশ, কেননা তারা পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহায়-সম্পত্তি ও পরিচিত সব কিছু হারানোর বিশাল ধ্বংশজজ্ঞের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সংগ্রামে লিপ্ত। শরণার্থী শিবিরের তাবু পল্লিতে, সংঘাত ও যন্ত্রনার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেটা জানার অসহনীয় অনিশ্চিত প্রতিক্ষার সময়েও, এটা শরণার্থীর একটি সর্বোৎকৃষ্ট লালিত স্বপ্ন কখন তারা স্বগৃহে ফিরবে এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তাসহ জীবনযাপন করবে। এ কারনেই এ বছরের বিশ্ব শরণার্থী দিবসের প্রতিপাদ্য "বাড়ী নামের জায়গাটি " উৎর্সগ করা হয়েছে।

গত পাঁচ দশকে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার দপ্তর পাঁচ কোটিরও বেশী লোককে একটি আবাস ও নতুন জীবন শুরু করতে সহায়তা করেছে, যারা সংঘাত ও বিশৃঙ্খলায় ছিন্নমূল হয়েছিল। কিন্তু এদের এক কোটি সত্তর লক্ষ লোক যারা এই সংস্হার তত্ত্বাবধানে আছে, এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মরিয়া হয়ে তাদের নিজস্ব আবাস স্হলে ফিরে যেতে চায়। শুধুমাত্র গত বছরেই আনুমানিক ১১ লক্ষ লোক তাদের আবাসস্হলে ফিরে গেছে। এমনকি ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসস্হলে ফেরার শক্তিশালী ইচ্ছার অসাধারণ অভিপ্রায়ে ত্রিশ লক্ষেরও বেশী আফগান শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ফিরে এসেছে। এঙ্গোলা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বুরুন্ডি, আইভরি কোষ্ট, ইরাক, লাইবেরিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন এবং সোমালিয়ার বিপুল সংখ্যক শরণার্থীও ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এবং আশাপ্রদ সম্ভবনা হচ্ছে আফ্রিকায় আরও বিশ লক্ষ শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত লোক ঘরে ফিরতে সমর্থ হবে।

কিন্তু এ ছাড়া এমনও শরনার্থী আছে যারা কখনও ঘরে ফিরতে পারবে না। তাদের জন্য সমাধান হচ্ছে, হয় প্রথম আশ্রয় হিসেবে সেদেশেই অঙ্গিভূত হয়ে যাওয়া, অথবা যদি তা সম্ভব না হয় তবে তৃতীয় কোন দেশে পুন:বসতি গড়ে তোলা, যেখানে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এই পুরো পক্রিয়ায় শরণার্থীদের প্রয়োজনের সময় আশ্রয় দানের ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা দেশের উদারতার কথা আমাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয়। এটা ঐ উদারতা ও স্থীতিশীল সমর্থন যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, যদি আমরা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও বাস্তচ্যুত লোককে বাড়ী নামের জায়গাটি দিয়ে সফলতা অর্জন করতে চাই। আজকের এই বিশ্ব শরণার্থী দিবসে আসুন আমরা সবাই নিজেদেরকে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে পুন:উৎসর্গ করি।

** * **